



104606 - যিনি তার মৃত পতিকে ভালবাসনে এবং তাঁর প্রতি ইহসান করতে চান

প্রশ্ন

আমি আপনার কাছে এ প্রশ্নটি পাঠাচ্ছি ঠিকি কিন্তু আমার পতি (আল্লাহর তাঁকে দয়া করুন)-এর ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা আমাকে তাড়িত করছে। আমার পতি মারা গছনে দুই বছর হল। বশি্ব জাহানরে প্রতাপিলকরে অধিকার আদায়ে তাঁর কসুর ছিল। যমেন- ১. তিনি নিয়মতি ফরয নামায আদায় করতনে না। কখনও নামায পড়তনে। কখনও অলসতা করে নামায পড়তনে না। কিন্তু, নামাযরে ফরযয়িতককে অস্বীকার করতনে না। ২. তিনি খুব কম সময় রমযানরে রোযা রাখতনে। তিনি যুক্তি দিতনে যে, তিনি অসুস্থ। তাকে হার্টরে ঔষুধ খতে হয়, তিনি দুর্বল রোযা রাখতে পারনে না। তিনি ধূমপায়ী ছিলনে। আমার ধারণা তিনি যহেতে ধূমপান বাদ দতিে পারতনে না তাই নিয়মতি রোযা রাখতনে না। ৩. দীর্ঘদিন আগে আমাদরে একটি মুদি দোকান ছিল। আমার জানা মতে ও যতটুকু আমার স্মরণে আছে তিনি দোকানরে পণ্য সামগ্রীর যাকাত আদায় করতনে না। আমাদরে আর্থিক সংকট ছিল। ব্যবসাতে আমরা লাভবান হতে পারনি। তাই পরবর্তীতে আমরা দোকানটি বিক্রি করে দিয়েছি। ৪. কখনও তিনি হয়তো এমন পরমাণ সম্পদরে মালকি হয়ছনে যা দিয়ে হজ্জ করতে পারতনে; কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করনেনি। তিনি সব সময় আমাকে বলতনে: আমি হজ্জে যতে চাই; কিন্তু পারছি না। কারণ তাঁর দুই চোখে জটলি সমস্যায় ভুগতনে। তাকে ভড়ি, সূরযরে আলো ও ক্লান্তি এড়িয়ে চলতে হত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কিছু লোক তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ আদায় করছনে। আমার মনে হয় আলাদা আলাদাভাবে তারা তিনিজন। তারা কটে তাঁর আত্মীয়-স্বজন নয়। আমি আমার বাবাকে অনেকে ভালবাসি। যারাই বাবার সাথে পরিচিতি হয়ছনে সবাই তাকে ভালবাসতনে। তাই আমি আপনাদরে কাছে প্রত্যাশা করি, বাবার প্রতি আমার সদাচরণ হিসেবে আমি এখন কী করতে পারি? আমি তাকে ভালবাসি। তার ব্যাপারে কবররে আযাব ও কয়ামত দরিসরে আযাবরে আশংকা করছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি যদি আপনার বাবার মৃত্যুর পর তার উপকার করতে চান তাহলে নমিনোক্ত আমল করতে পারনে:

১। তার জন্য খালসেভাবে দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা বলনে: “হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করুন। এবং আমার বংশধরদরে মধ্য হতেও। হে আমার রব! আমার দোয়া কবুল করুন। হে আমাদরে রব! যদেনি হিসেবে কায়মে হবে সদেনি আমাকে, আমার পতিমাতাকে এবং সমস্ত মুমিনকে মাফ করে দয়নে।”[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪০-৪১]



আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায়; তবে তিনিটি আমল ছাড়া: সদকায় জারিয়া, এমন জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় কিংবা নকে সন্তান যে তার তার জন্ম দোয়া করে।”[সহি মুসলিম (১৬৩১)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তাআলা বান্দার মর্যাদা উন্নীত করেন। তখন বান্দা বলে, এই মর্যাদা আমি কিভাবে পেলোম? তখন আল্লাহ বলেন: তোমার জন্ম তোমার সন্তানের দোয়ার কারণে।”[তাবারানীর ‘আদ-দোয়া’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৭৫), হাইছামী তাঁর ‘মাজমাউয যাওয়াদে’ গ্রন্থে (১০/২৩৪) হাদিসটিকে ‘বায়্যার’এর বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করছেন এবং বাইহাকী তাঁর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ গ্রন্থে (৭/৭৮) হাদিসটি সংকলন করছেন]

ইমাম যাহাবী তাঁর ‘আল-মুহায্বাব’গ্রন্থে (৫/২৬৫০) বলেন: হাদিসটির সনদ শক্তিশালী। হাইছামী বলেন: সনদে বর্ণনাকারীগণ সকলে সহি হাদিসের বর্ণনাকারী; শুধু আসমে বনি বাহদালা ব্যতীত। তিনি ‘হাসান’ হাদিসের রাবী।

২। তাঁর জন্ম দান-সদকা করা।

৩। তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় করে এর সওয়াব তাঁকে উৎসর্গ করা। ইতপূর্বে আমাদের ওয়েবসাইটে [12652](#) নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। তাঁর ঋণ পরিশোধ করা। যমেনভাবে জাবরে (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নরিদশে তাঁর পতি আব্দুল্লাহ বনি হারাম এর ঋণ পরিশোধ করছিলেন। এ ঘটনাটি সহি বুখারীতে (২৭৮১) রয়েছে।

৫। পক্ষান্তরে, তাঁর রমযান মাসের যে রোযাগুলো বা যাকাত ছুটে গেছে সন্তানের পক্ষে সেগুলোর কোন প্রতিকার করা সম্ভবপর নয়। যদি কোন মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে এ দুই ফরয ইবাদত পালনের ক্ষমতের কসুর করে তাহলে তাকে এ দুটোর পাপের বোঝা বহিত হবে। কটে কারো পক্ষ থেকে এই ইবাদতদ্বয় আদায় করতে পারবে না।

যমেন: নামায; কটে কারো পক্ষ থেকে আদায় করতে পারবে না।

আমাদেরকে আমাদের রব সংবাদ জানিয়েছেন যে, মুসলমিকে তার কর্মের প্রতদিন পতেই হবে। যদি ভাল কাজ করে তাহলে ভাল পুরস্কার। আর যদি মন্দ কাজ করে তাহলে মন্দ পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব, যে ব্যক্তি অণু পরমাণু ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরমাণু খারাপ কাজ করবে সেও সেটা দেখতে পাবে।”[সূরা যলিযাল, ৭-৮] তবে, আল্লাহ তার নিজ দয়ায় ও অনুগ্রহে যদি বান্দাদের বদকাজগুলো এড়িয়ে যান তাহলে তাহলে সেটা হতে পারে। আর যাকাত ঋণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যাকাত হচ্ছে- যাকাত গ্রহণকারীদের অধিকার। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে- আপনি আপনার পতির অনাদায়কৃত যাকাতের পরমাণু কত হতে পারে তা নির্ধারণ করবেন এবং তার পক্ষ থেকে যাকাত



আদায় করবেন। আমরা আশা করছি যি, এর মাধ্যমে এ গুনাহরে শাস্তি লাঘব করা হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যি, আপনাকে বাবার ভালবাসার কারণে উত্তম প্রতদিন দনে এবং আপনার বাবাকে ক্ষমা করে দনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।